

গুপ্ত-পরবর্তী যুগ (550 AD - 750 AD)

ভারতের মধ্যযুগের প্রধান রাজবংশ

সময়কাল (আনুমানিক)	উত্তর ভারত	পূর্ব ভারত (বাংলা)	দাক্ষিণাত্য (Deccan)	দক্ষিণ ভারত
550 - 750 AD	পুষ্যভূতি বংশ	গৌড় রাজ্য	চালুক্য বংশ	পল্লব বংশ
750 - 900 AD	(ত্রিশক্তি সংগ্রাম)	পাল বংশ	রাষ্ট্রকূট বংশ	(শক্তি কমে আসে)
900 - 1200 AD	(রাজপুত রাজ্য)	পাল ও সেন বংশ	(কল্যাণীর চালুক্য)	চোল সাম্রাজ্য

আজকের ভারতে যেমন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দল সরকার চালায় (যেমন পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু), পুষ্যভূতি, চালুক্য, পল্লবরাও ছিল সেই সময়ের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক। এরা সবাই একই সময়ে কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গায় রাজত্ব করছিল।

যে সময়ে (550-750 AD) উত্তর ভারতে পুষ্যভূতি বংশের শাসন চলছে, ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণে চালুক্য ও পল্লবদের শাসন চলছে।

এই কারণেই হর্ষবর্ধনের (উত্তর ভারত) সাথে দ্বিতীয় পুলকেশীর (চালুক্য, দক্ষিণ ভারত) যুদ্ধ হয়েছিল। তারা যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজত্ব করত, তাহলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না।

উত্তর ভারত

পুষ্যভূতি বংশ

পুষ্যভূতি বংশ (বা বর্ধন বংশ) ছিল গুপ্ত-পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন, যিনি উত্তর ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছিলেন।

একনজরে পুষ্যভূতি বংশ

- প্রতিষ্ঠাতা: পুষ্যভূতি (তবে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রতাপরবর্ধন)।
- রাজধানী: প্রথমে থানেশ্বর (হরিয়ানা) এবং পরে কনৌজ (উত্তরপ্রদেশ)।

- **শ্রেষ্ঠ শাসক: হর্ষবর্ধন** (শাসনকাল: 606 – 647 খ্রিস্টাব্দ)।
- **তথ্যের উৎস:** বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' এবং চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'সি-ইউ-কি'।

সম্রাট হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর রাজত্বকাল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য স্মরণীয়।

- **রাজ্যবিস্তার:** তিনি উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ জয় করে "সকলোত্তরাপথনাথ" বা 'সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি' উপাধি নেন। তবে, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি নর্মদা নদীর তীরে পরাজিত হন।
- **ধর্মীয় নীতি:** হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শিবের উপাসক থাকলেও পরে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বড় পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে "মহামোক্ষ পরিষদ" নামে এক বিশাল দানসভার আয়োজন করতেন।
- **সাহিত্য ও সংস্কৃতি:**
 - হর্ষবর্ধন নিজে একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর লেখা তিনটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক হলো 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা', এবং 'নাগানন্দ'।

- তাঁর সভাকবি ছিলেন বাণভট্ট, যিনি 'হর্ষচরিত' (হর্ষের জীবনী) এবং 'কাদম্বরী' রচনা করেন।
- তাঁর সময়েই বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ (Xuanzang) ভারতে আসেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। হর্ষবর্ধন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পতন

হর্ষবর্ধনের কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পরেই এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং উত্তর ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

ত্রিশক্তি সংগ্রাম

ত্রিশক্তি সংগ্রাম ছিল অষ্টম থেকে নবম শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতের কনৌজ দখলের জন্য তিনটি প্রধান রাজবংশের মধ্যে চলা এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ।

প্রধান পক্ষসমূহ (The Three Powers)

এই সংগ্রামে লিগু তিনটি রাজবংশ হলো:

1. পাল বংশ (The Palas): পূর্ব ভারত (বাংলা ও বিহার) থেকে।
2. গুর্জর-প্রতিহার বংশ (The Gurjara-Pratiharas): পশ্চিম ভারত (মালব ও রাজস্থান) থেকে।
3. রাষ্ট্রকূট বংশ (The Rashtrakutas): দাক্ষিণাত্য (Deccan) থেকে।

সংগ্রামের কারণ

কনৌজ ছিল হর্ষবর্ধনের রাজধানী এবং উত্তর ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর। এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিয়ন্ত্রণের কারণে, কনৌজকে ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। যে রাজবংশ কনৌজ দখল করতে পারত, তারাই উত্তর ভারতের সার্বভৌম শাসক হিসেবে স্বীকৃতি পেত। একারণেই এই তিনটি রাজবংশ কনৌজ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

সংগ্রামের পর্যায় ও ফলাফল

এই সংগ্রাম প্রায় ২০০ বছর ধরে চলেছিল এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে।

- **সংগ্রামের সূচনা:** প্রতিহার রাজা বৎসরাজ প্রথম কনৌজ আক্রমণ করেন এবং পাল রাজা **ধর্মপালকে** পরাজিত করেন। কিন্তু তারপরেই রাষ্ট্রকূট রাজা **ধুব** এসে বৎসরাজকে পরাজিত করেন।
- **শক্তির লড়াই:** পাল রাজা **ধর্মপাল** এবং **দেবপাল** বিভিন্ন সময়ে কনৌজ দখল করেন। আবার প্রতিহার রাজা **নাগভট্ট** এবং **মিহির ভোজ** পাল ও রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করে কনৌজ পুনর্দখল করেন। রাষ্ট্রকূটরাও বারবার উত্তর ভারত আক্রমণ করে প্রতিহারদের দুর্বল করে দেয়।
- **চূড়ান্ত পর্যায় ও ফলাফল:** যদিও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বংশের অধীনে কনৌজ গিয়েছিল, চূড়ান্তভাবে **গুর্জর-প্রতিহাররাই** কনৌজকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়।

গুরুত্ব ও প্রভাব

- **শক্তির অপচয়:** এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের ফলে তিনটি রাজবংশই অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** এই সংগ্রামের ফলে উত্তর ভারতে কোনো স্থায়ী ও স্থিতিশীল সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি।

- বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত: তিনটি শক্তির দুর্বলতার সুযোগে পরবর্তীকালে ভারতে বিদেশী, বিশেষ করে গজনির সুলতান মাহমুদের মতো তুর্কি শক্তির আক্রমণের পথ সহজ হয়ে যায়।

"রাজপুত রাজ্য"

"রাজপুত রাজ্য" বলতে বোঝায় মধ্যযুগের ভারতে (আনুমানিক 7ম থেকে 12শ শতক) মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শাসনকারী বিভিন্ন ক্ষত্রিয় বংশের রাজ্যগুলোকে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন এবং হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেই সময়ে এই রাজপুত বংশগুলো প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

রাজপুতদের উৎপত্তি

রাজপুতদের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে প্রধানত দুটি তত্ত্ব প্রচলিত:

- অগ্নিকুল তত্ত্ব:** 'পৃথ্বীরাজ রাসো' গ্রন্থ অনুসারে, বশিষ্ঠ মুনি যজ্ঞের আগুন (অগ্নিকুণ্ড) থেকে চারজন বীরের সৃষ্টি করেন। এঁরাই চারটি প্রধান রাজপুত বংশের প্রতিষ্ঠাতা: **প্রতিহার, পরমার, চৌহান** এবং **চৌলুক্য (সোলাঙ্কি)**।

2. **ঐতিহাসিক তত্ত্ব:** অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজপুতরা প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশের উত্তরসূরি এবং কিছু বিদেশি জাতি (যেমন- শক, হুন) ভারতীয় সমাজে মিশে গিয়ে এই নতুন যোদ্ধা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়।

প্রধান রাজপুত রাজবংশ ও তাদের রাজ্য

- **গুর্জর-প্রতিহার বংশ (Gurjara-Pratiharas):**
 - **অঞ্চল:** অবন্তী, কনৌজ।
 - **গুরুত্ব:** এরা ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়ে কনৌজের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। আরব আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এরা ভারতের "প্রাকার" বা প্রাচীর হিসেবে কাজ করেছিল।
 - **শ্রেষ্ঠ শাসক:** মিহির ভোজ।
- **চাহমান বা চৌহান বংশ (Chauhans):**
 - **অঞ্চল:** দিল্লি, আজমির।
 - **গুরুত্ব:** এরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

- **শ্রেষ্ঠ শাসক: পৃথ্বীরাজ চৌহান।** তিনি তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (1191) মহম্মদ ঘোরিকে পরাজিত করেন কিন্তু তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (1192) পরাজিত ও নিহত হন।
 - **পরমার বংশ (Paramaras):**
 - **অঞ্চল:** মালব (রাজধানী: ধারা)।
 - **গুরুত্ব:** শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এরা বিখ্যাত।
 - **শ্রেষ্ঠ শাসক:** ভোজ। তিনি একজন কবি, পণ্ডিত এবং যোদ্ধা ছিলেন।
 - **চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ (Chalukyas/Solankis):**
 - **অঞ্চল:** গুজরাট (রাজধানী: আনহিলওয়ারা)।
 - **গুরুত্ব:** এদের নির্মিত স্থাপত্য আজও বিখ্যাত। গজনীর সুলতান মাহমুদ এদের সময়েই সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন।
 - **উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য:** মোধেরার সূর্য মন্দির, দিলওয়ারা জৈন মন্দির।
-

রাজপুতদের পতন

রাজপুতরা অত্যন্ত সাহসী ও বীর যোদ্ধা হলেও তাদের পতনের পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল:

- ঐক্যের অভাব:** রাজপুত রাজ্যগুলো একে অপরের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। ফলে তাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না।
- ক্রটিপূর্ণ রণকৌশল:** তারা পুরানো পদ্ধতির যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করত, যা তুর্কি আক্রমণকারীদের উন্নত কৌশলের সামনে অকার্যকর ছিল।
- সামন্ত প্রথা:** সামন্ততান্ত্রিক প্রথার কারণে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল ছিল।

পূর্ব ভারত (বাংলা)

গৌড় রাজ্য

গৌড় রাজ্য ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় একটি প্রভাবশালী রাজ্য, যার উত্থান ঘটেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর। এর সবচেয়ে বিখ্যাত শাসক ছিলেন শশাঙ্ক, যিনি বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হিসেবে পরিচিত।

অবস্থান ও রাজধানী

- **মূল কেন্দ্র:** গৌড়ের মূল কেন্দ্র ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায়।
 - **রাজধানী:** গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল **কর্ণসুবর্ণ**, যা বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছে অবস্থিত।
-

গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক

- **উত্থান:** শশাঙ্ক সম্ভবত গুপ্ত রাজাদের অধীনে একজন মহাসামন্ত ছিলেন। গুপ্তদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি ৬ষ্ঠ শতকের শেষের দিকে বা ৭ম শতকের শুরুতে গৌড়কে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।
 - **শাসনকাল:** তাঁর শাসনকাল আনুমানিক ৬০৬ থেকে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে করা হয়।
 - **সাম্রাজ্য বিস্তার:** শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যকে বাংলা ছাড়িয়ে মগধ (বিহার) এবং উৎকল (ওড়িশা) পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে কনৌজ দখলের জন্যও সাময়িকভাবে সফল হন।
-

সংঘাত ও রাজনীতি

- **প্রধান প্রতিপক্ষ:** শশাঙ্কের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলেন কনৌজের পুষ্যভূতি বংশের শাসকেরা।
- **হর্ষবর্ধনের সাথে শত্রুতা:** শশাঙ্ক কনৌজের শাসক তথা হর্ষবর্ধনের বড় ভাই **রাজ্যবর্ধনকে** হত্যা করেন। এর ফলে হর্ষবর্ধনের সাথে তাঁর আজীবন শত্রুতা তৈরি হয়। যদিও হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু শশাঙ্কের জীবিতকালে তিনি কখনও গৌড় দখল করতে পারেননি।

ধর্মীয় নীতি

শশাঙ্ক ছিলেন **শৈব** অর্থাৎ শিবের উপাসক। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে তাঁকে বৌদ্ধ-বিদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও, এটি মূলত রাজনৈতিক শত্রুতার কারণেই করা হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

পতন

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়, যা ইতিহাসে "মাৎস্যন্যায়" নামে পরিচিত। তাঁর কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে এবং বাংলা আবার বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

পাল বংশ

পাল বংশ ছিল মধ্যযুগের বাংলার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রভাবশালী রাজবংশ। প্রায় 400 বছর ধরে শাসনকারী এই বংশের আমলে বাংলা সাহিত্য, শিল্পকলা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভ করে।

উত্থান: মাৎস্যন্যায়ের অবসান

গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় এক ভয়াবহ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, যা ইতিহাসে "মাৎস্যন্যায়" নামে পরিচিত (বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, তেমনি শক্তিশালী লোক দুর্বলদের উপর অত্যাচার করত)। এই অরাজকতার অবসান ঘটাতে বাংলার প্রভাবশালী ব্যক্তির একত্রিত হয়ে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন। এভাবেই পাল বংশের সূচনা হয়।

প্রধান শাসকগণ

- গোপাল (Gopala):

- তিনি ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- তিনি বাংলার অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

- ধর্মপাল (Dharmapala):

- তিনি ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন এবং গোপালের পুত্র।
- তিনি উত্তর ভারতের কনৌজ দখলের জন্য ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশ নেন এবং সাম্রাজ্যকে বহুদূর বিস্তার করেন।
- উপাধি: পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ।
- কীর্তি: তিনি বিখ্যাত বিক্রমশিলা মহাবিহার এবং সোমপুর মহাবিহার (পাহাড়পুর, বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠা করেন।

- দেবপাল (Devapala):

- ধর্মপালের পুত্র দেবপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়।
- তিনি প্রাগজ্যোতিষ (আসাম), উৎকল (ওড়িশা) এবং ছনদের পরাজিত করেন।
- **প্রথম মহীপাল (Mahipala I):**
 - তাঁকে পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, কারণ তিনি পালদের হারানো গৌরব অনেকটাই ফিরিয়ে আনেন।
 - তাঁর সময়েই দক্ষিণ ভারতের চোল রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল বাংলা আক্রমণ করেন।
- **রামপাল (Ramapala):**
 - তিনি ছিলেন পাল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা।
 - কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে হারানো বরেন্দ্রভূমি (উত্তরবঙ্গ) তিনি পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর এই কাহিনী কবি সঙ্ক্যাকর নন্দীর লেখা "রামচরিতম্" কাব্যে বর্ণিত আছে।

- **ধর্ম:** পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক, বিশেষ করে মহাযান ও বজ্রযান শাখার। তাঁদের আমলে বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।
 - **শিক্ষা কেন্দ্র:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের সময়ে খ্যাতির শীর্ষে ছিল। এছাড়াও বিক্রমশিলা, সোমপুর, ওদন্তপুরী বিহার ছিল জগৎবিখ্যাত জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র।
 - **শিল্পকলা:** পাল যুগে এক স্বতন্ত্র শিল্পরীতির জন্ম হয়, যা "পাল শিল্পরীতি" (Pala School of Art) নামে পরিচিত। ভাস্কর ধীমান ও তাঁর পুত্র বীটপাল এই রীতির শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন।
-

পতন

রামপালের পর দুর্বল শাসকদের কারণে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং দাক্ষিণাত্য থেকে আসা সেন বংশ বাংলায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

সেন বংশ

সেন বংশ ছিল মধ্যযুগের বাংলার একটি হিন্দু রাজবংশ, যারা পাল বংশের পর ক্ষমতায় আসে। তাদের শাসনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

একনজরে সেন বংশ

- উৎপত্তি: সেনরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের **কর্ণাটক** অঞ্চলের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়"। তারা পালদের অধীনে সেনাপতি হিসেবে বাংলায় এসেছিলেন।
 - প্রতিষ্ঠাতা: সামন্ত সেন (প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা: বিজয় সেন)।
 - রাজধানী: বিজয়পুর, বিক্রমপুর এবং নদিয়া (লখনাবতী)।
 - ধর্ম: হিন্দুধর্ম (শৈব ও বৈষ্ণব)।
 - ভাষা: সংস্কৃত।
-

প্রধান শাসকগণ

- সামন্ত সেন (Samanta Sena):** তিনি ছিলেন সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাংলায় একটি ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
- বিজয় সেন (Vijaya Sena):** তিনি সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পাল, কামরূপ

সহ বিভিন্ন রাজাদের পরাজিত করে সমগ্র বাংলায় সেন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

- **বল্লাল সেন (Ballala Sena):** তিনি ছিলেন বিজয় সেনের পুত্র এবং একজন সুপণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক।
 - **কৌলীন্য প্রথা:** বাংলায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদাভিত্তিক কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করা তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ।
 - **সাহিত্য:** তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন (অদ্ভুতসাগর তিনি শেষ করতে পারেননি)।
- **লক্ষ্মণ সেন (Lakshmana Sena):** তিনি ছিলেন সেন বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। তিনি শিল্প-সাহিত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
 - **সাহিত্যিক সভা:** তাঁর রাজসভা পঞ্চরত্ন দ্বারা অলংকৃত ছিল, যার মধ্যে অন্যতম হলেন কবি জয়দেব ('গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা) এবং ধোয়ী ('পবনদূত' কাব্যের রচয়িতা)।
 - **পতন:** তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি নদিয়া আক্রমণ করে দখল করেন (আনুমানিক 1204 খ্রি.)।

এই ঘটনাকেই বাংলায় সেন শাসনের পতনের সূচনা হিসেবে ধরা হয়।

সেন শাসনের প্রভাব

- হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান: পাল যুগের বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমিয়ে সেনরা বাংলায় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।
- সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ: সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা ও উন্নতি হয়।
- সামাজিক কাঠামো: বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা বাংলার সামাজিক কাঠামোকে বহু শতাব্দী ধরে প্রভাবিত করেছিল।

চালুক্য রাজবংশ

ভূমিকা: চালুক্যরা প্রায় 6th থেকে 12th শতক পর্যন্ত দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের একটি বিশাল অংশে রাজত্ব করেছিল। এদের শাসনকালকে মূলত 3টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

1. বাদামির চালুক্য (আনুমানিক 543 - 753 খ্রিস্টাব্দ)

- প্রতিষ্ঠাতা: 1ম পুলকেশী (ইনি সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন)।
- রাজধানী: বাতাপি বা বাদামি (কর্ণাটক)।
- শ্রেষ্ঠ শাসক: 2য় পুলকেশী।
 - উপাধি: পরমেশ্বর, দক্ষিণাপথেশ্বর।
- সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব: নর্মদা নদীর তীরে সম্রাট হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন।
 - যুদ্ধ: পল্লবরাজ 1ম নরসিংহবর্মণের কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ২য় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি রচিত আইহোল প্রশস্তি থেকে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।
- চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন।
- পতন: রাষ্ট্রকূট শাসক দত্তিদুর্গ এদের পরাজিত করে এই রাজ্যের পতন ঘটান।

2. কল্যাণীর চালুক্য (পশ্চিম চালুক্য) (আনুমানিক 973 - 1189 খ্রিস্টাব্দ)

- প্রতিষ্ঠাতা: ২য় তৈলপ (রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন)।
- রাজধানী: প্রথমে মান্যখেত, পরে কল্যাণী (কর্ণাটক)।
- শ্রেষ্ঠ শাসক: ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য।
- তিনি "চালুক্য-বিক্রম" নামে একটি নতুন অব্দ (era) প্রচলন করেন।
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- তাঁর সভাকবি বিলহণ "বিক্রমাক্ষদেবচরিত" রচনা করেন।
 - বিখ্যাত আইনজ্ঞ বিজ্ঞনেশ্বর তাঁর সভায় ছিলেন, যিনি হিন্দু আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ "মিতাক্ষরা" রচনা করেন।
-

3. বেঙ্গির চালুক্য (পূর্ব চালুক্য) (আনুমানিক 624 - 1189 খ্রিস্টাব্দ)

- প্রতিষ্ঠাতা: বিষ্ণুবর্ধন (তিনি ছিলেন 2য় পুলকেশীর ভাই)।
- রাজধানী: বেঙ্গি (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- এদের শাসনকালেই তেলুগু সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়।
 - এরা চোল সাম্রাজ্যের সাথে প্রায়ই সংঘাতে লিপ্ত থাকত।
-

** চালুক্যদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য (Architecture & Sculpture)**

এটি চালুক্যদের সবচেয়ে বড় অবদান এবং পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

- স্থাপত্য শৈলী: এদের আমলে "বেসর শৈলী" (Vesara Style) নামে এক নতুন স্থাপত্য রীতির বিকাশ ঘটে, যা উত্তর ভারতের নাগর শৈলী এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় শৈলীর মিশ্রণ।
- প্রধান কেন্দ্র:
- আইহোল (Aihole): একে "ভারতীয় স্থাপত্যের পীঠস্থান" (Cradle of Indian Architecture) বলা হয়। এখানে প্রায় 70টি মন্দির আছে (যেমন - লাড খান মন্দির, দুর্গ মন্দির)।
- বাদামি (Badami): এখানকার গুহা মন্দিরগুলি (Cave Temples) বিখ্যাত।
- পট্টডাকাল (Pattadakal): এটি UNESCO World Heritage Site। এখানে নাগর ও দ্রাবিড় - উভয় রীতির মন্দিরই দেখা যায় (যেমন - বিরূপাক্ষ মন্দির, পাপনাথ মন্দির)।

পল্লব রাজবংশ

ভূমিকা: পল্লবরা দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে বর্তমান তামিলনাড়ু (তোন্ডাইমন্ডলম) অঞ্চলে, এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। চালুক্যদের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাসে বিখ্যাত। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়।

সময়কাল: আনুমানিক 4th শতক থেকে 9th শতকের শেষভাগ পর্যন্ত।
রাজধানী: কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরম (যা শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল)।
রাজকীয় ভাষা: সংস্কৃত ও তামিল।

প্রধান শাসক ও তাদের কৃতিত্ব

- **সিংহবিষ্ণু (Simhavishnu):**
 - তাঁকে পল্লব বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।
 - তিনি "অবনিসিংহ" (পৃথিবীর সিংহ) উপাধি নেন।
- **প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ (Mahendravarman I):**
 - তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন; একাধারে লেখক, শিল্পী এবং স্থপতি।
 - তিনি "মন্তবিলাস প্রহসন" নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

- চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশীর কাছে তিনি পরাজিত হন।
- তাঁর উপাধি ছিল- বিচিত্রচিহ্ন, গুণভর।
- বিশেষ কীর্তি: তিনিই প্রথম পাথর খোদাই করে মন্দির (মণ্ডপ) নির্মাণের প্রথা চালু করেন।

- প্রথম নরসিংহবর্মণ (Narasimhavarman I):

- তিনি পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।
- উপাধি: মামল্ল (মহান কুস্তিগীর) ও বাতাপিকোণ্ড (বাতাপির বিজেতা)।
- সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব: তিনি চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি দখল করেন এবং ২য় পুলকেশীকে পরাজিত ও হত্যা করে পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন।
- ** স্থাপত্য:** মহাবালিপুৰম শহরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানকার বিখ্যাত "পঞ্চরথ" (রথ মন্দির) নির্মাণ করান।
- তাঁর সময়েই হিউয়েন সাঙ কাঞ্চী ভ্রমণ করেন।

- দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ (Narasimhavarman II):

- উপাধি: রাজসিংহ।

- তাঁর সময়ে শান্তি বজায় ছিল এবং স্থাপত্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে।
- **** স্থাপত্য:**** তিনি কাঞ্চীর বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দির এবং মহাবালিপুুরমের শোর টেম্পল (তট মন্দির) নির্মাণ করেন।
- বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডী তাঁর সভাকবি ছিলেন।

পল্লব স্থাপত্য (Pallava Architecture)

পল্লব স্থাপত্যকে চারটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা হয়:

1. **মহেন্দ্র শৈলী:** পাথর খোদাই করে নির্মিত গুহা মন্দির বা মণ্ডপ। এতে কোনো মূর্তি থাকতো না।
2. **মামল্ল শৈলী:** একটিমাত্র পাথর খোদাই করে নির্মিত রথ মন্দির (যেমন - পঞ্চরথ)। এটি প্রথম নরসিংহবর্মণের সময়কার।
3. **রাজসিংহ শৈলী:** পাথরের ইট দিয়ে তৈরি কাঠামোগত মন্দির (Structural Temples) নির্মাণ শুরু হয়। যেমন - কৈলাসনাথ মন্দির, শোর টেম্পল।
4. **অপরাজিত শৈলী:** পল্লব স্থাপত্যের শেষ পর্যায়, যা চোল স্থাপত্যের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

সমাজ ও সাহিত্য

- তাদের আমলে কাঞ্চী সংস্কৃত শিক্ষার একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে।
- "ঘটিকা" নামে পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুব বিখ্যাত ছিল।
- তারা তামিল সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

পতন: চোল বংশের উত্থানের ফলে 9th শতকের শেষে পল্লব শক্তির পতন ঘটে।

রাষ্ট্রকূট রাজবংশ

ভূমিকা: রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের ক্ষমতাচ্যুত করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কনৌজ দখলের জন্য পাল ও প্রতিহারদের সাথে এরা যে ত্রিশক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তা ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সময়কাল: আনুমানিক 753 থেকে 982 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজধানী:
মান্যখেত বা মালখেদ (কর্ণাটক)। ভাষা: কন্নড় ও সংস্কৃত।

প্রধান শাসক ও তাদের কৃতিত্ব

- দন্তিদুর্গ (Dantidurga):

- তিনি রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- তিনি বাদামির চালুক্যদের শেষ রাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করে এই বংশের সূচনা করেন।

- প্রথম কৃষ্ণ (Krishna I):

- দন্তিদুর্গর পর তিনি সিংহাসনে বসেন।
- সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব: তিনি ইলোরায় পৃথিবীর বৃহত্তম monolithic বা শিলাখোদিত কৈলাস মন্দির (গুহা নং 16) নির্মাণ করেন, যা রাষ্ট্রকূট স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

- ধ্রুব (Dhruva Dharavarsha):

- তিনিই প্রথম রাষ্ট্রকূট শাসক যিনি উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন।

- তিনি ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়ে প্রতিহার রাজা বৎসরাজ এবং পাল রাজা ধর্মপাল উভয়কেই পরাজিত করেন।

- **প্রথম অমোঘবর্ষ (Amoghavarsha I):**

- তিনি রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাসক ছিলেন (প্রায় 64 বছর)।
- তিনি একজন শান্তিকামী রাজা এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
- তিনি "কবিরাজমার্গ" নামে কন্নড় ভাষার প্রথম কাব্যতত্ত্বের গ্রন্থ রচনা করেন।
- তাঁর সময়েই রাজধানী মান্যখেতে স্থানান্তরিত হয়।

- **তৃতীয় ইন্দ্র (Indra III):**

- তিনি প্রতিহার রাজ মহীপালকে পরাজিত করে অল্প সময়ের জন্য কনৌজ দখল করেছিলেন।

- **তৃতীয় কৃষ্ণ (Krishna III):**

- তিনি ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক।
- তিনি চোলদের বিরুদ্ধে তঞ্চলিমের যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

- **ইলোরা (Ellora):** এখানকার গুহা মন্দিরগুলি, বিশেষ করে 16 নং গুহার কৈলাস মন্দির রাষ্ট্রকূটদের অমর কীর্তি। এটি একটিমাত্র শিলা খণ্ড করে তৈরি করা হয়েছিল।
- **এলিফ্যান্টা (Elephanta):** মুম্বাইয়ের কাছে অবস্থিত এই দ্বীপের গুহা মন্দিরগুলিও রাষ্ট্রকূটদের তৈরি। এখানকার বিখ্যাত ত্রিমূর্তি ভাস্কর্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।


ধর্ম ও সাহিত্য

- রাষ্ট্রকূট রাজারা ধর্মীয়ভাবে সহনশীল ছিলেন। তাঁরা শৈব, বৈষ্ণব এবং জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।
- তাঁদের আমলে কন্নড় এবং সংস্কৃত উভয় সাহিত্যেরই উন্নতি ঘটেছিল।

পতন: কল্যাণীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় তৈলপ শেষ রাষ্ট্রকূট রাজাকে পরাজিত করে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।

চোল সাম্রাজ্য

ভূমিকা: দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চোলদের শাসনকাল এক স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। পল্লবদের পতনের পর চোলরা এক বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের নৌ-শক্তি, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এবং স্থাপত্য ভাস্কর্য ভারতের ইতিহাসে তাদের এক বিশেষ স্থান দিয়েছে।

সময়কাল: প্রায় 9th শতক থেকে 13th শতক পর্যন্ত। **রাজধানী:** প্রথমে তাঞ্জোর (তাঞ্জাবুর), পরে গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম। **রাজকীয় প্রতীক:** বাঘ ।

প্রধান শাসক ও তাদের কৃতিত্ব

- **বিজয়ালয় (Vijayalaya):**
 - তিনিই ছিলেন চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
 - তিনি পল্লবদের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, পরে তাঞ্জোর দখল করে চোল শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন।
- **প্রথম পরান্তক (Parantaka I):**
 - তিনি চোল শক্তিকে আরও সুসংহত করেন।
 - তিনি পাণ্ড্যদের পরাজিত করে "মাদুরাইকোণ্ড" (মাদুরাইয়ের বিজেতা) উপাধি নেন।

- কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজা ৩য় কৃষ্ণের কাছে তঞ্চোলমের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

- **প্রথম রাজরাজ চোল (Rajaraja I):**

- তিনি ছিলেন চোল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক।
- ** কৃতিত্ব:**
 - তিনি চের, পাণ্ড্য এবং চালুক্যদের পরাজিত করেন।
 - তিনি একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেন এবং শ্রীলঙ্কা (উত্তর অংশ) ও মালদ্বীপ জয় করেন।
 - তিনিই প্রথম ভূমি জরিপ ব্যবস্থা (land survey) চালু করেন।
- স্থাপত্য: তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির (রাজরাজেশ্বর মন্দির নামেও পরিচিত) নির্মাণ। এটি দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

- **প্রথম রাজেন্দ্র চোল (Rajendra I):**

- তিনি ছিলেন প্রথম রাজরাজের সুযোগ্য পুত্র এবং চোল সাম্রাজ্য তাঁর সময়ে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছায়।

- **উপাধি:** গঙ্গাইকোণ্ড (গঙ্গার বিজেতা), কদারমকোণ্ড (কদারমের বিজেতা)।
- **** কৃতিত্ব:****
 - তিনি **সম্পূর্ণ শ্রীলঙ্কা** জয় করেন।
 - তাঁর নৌ-বাহিনী বাংলার পাল রাজা **মহীপালকে** পরাজিত করে গঙ্গার জল নিয়ে আসে এবং সেই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে তিনি **"গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম"** নামে এক নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন।
 - তাঁর নৌ-বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য (সুমাত্রা, জাভা)** পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে।
- **স্থাপত্য:** তিনি গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমে একটি বিশাল শিব মন্দির নির্মাণ করেন।

চোল প্রশাসন (Chola Administration)

চোলদের প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা (Local Self-Government)।

- **গ্রাম শাসন:** গ্রামগুলি দুটি সভায় বিভক্ত ছিল - "উর" (সাধারণ মানুষের সভা) এবং "সভা" বা "মহাসভা" (ব্রাহ্মণদের দ্বারা চালিত সভা)।
 - **নির্বাচন ব্যবস্থা:** "সভা"র সদস্যরা লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হতো, যা "কুডাবোলাই" (Kudavolai) প্রথা নামে পরিচিত।
 - **প্রশাসনিক বিভাগ:** সাম্রাজ্যটি মণ্ডলম (প্রদেশ), বলনাডু (জেলা) এবং নাডু (গ্রাম সমষ্টি)-তে বিভক্ত ছিল।
 - **উত্তরমেরুর শিলালিপি (Uttaramerur Inscription):** এই শিলালিপি থেকে চোলদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।
-

অর্থনীতি ও সমাজ

- **অর্থনীতি:** অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। চোল রাজারা সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক খাল এবং হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন।
- **বাণিজ্য:** তাদের শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর কারণে আরব এবং চীনের সাথে তাদের বিশাল সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল।
- **সমাজ:** সমাজে বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল। মন্দিরগুলি ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

- **দ্রাবিড় শৈলী:** চোল স্থাপত্য ছিল দ্রাবিড় শৈলীর চরম বিকশিত রূপ। এদের মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উঁচু বিমান (গর্ভগৃহের উপরের অংশ) এবং প্রবেশপথে বিশাল গোপুরম।
- **ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য:** চোল শিল্পীরা ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরিতে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাদের তৈরি **নটরাজ** (নৃত্যরত শিব) মূর্তি বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত।

পতন: 13th শতকে পাণ্ড্যদের উত্থান এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে চোল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।